



245973 - কভিবে একজন মুসলমি অসদাচরণ থকে মুক্ত হয়ে ভাল আচরণে ভূষতি হতে পারবে?

প্রশ্ন

আমার আচার-আচরণ খুবই খারাপ। আমি আমার মায়ে সাথে খারাপ ব্যবহার করি, সবসময় আমার মায়ে ক্রোধ উদ্‌রকে করি। কিছু কিছু সময় আমার আখলাক ভাল হয়ে যায়। বেশির ভাগ সময় খারাপ থাকে। কভিবে আমি আমার আচার-ব্যবহার ভাল করতে পারি? কোন কোন বিষয়গুলো আমাকে মাতা-পতির প্রতি সদ্ব্যবহারী হতে ও সচ্চরিত্রবান হতে সহযোগিতা করবে? আমার আখলাক যদি খারাপ হয় সজেন্য কি অচরিত্রই আমি শাস্তি পাব? নাকি সচ্চরিত্র নতিন্ত হামশো জনিসি? আমি যখন আমার আখলাককে সুন্দর করি তখন লোককিতা অনুভব করি। আমি অনুভব করি আমি আখলাককে ক্রতেরে ছোট শরিক করছি। এমতাবস্থায় আমি সচ্চরিত্রের উপর ও আল্লাহর জন্য একনষ্টি থাকার উপর কভিবে অবচিল থাকতে পারি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

সচ্চরিত্র কয়ামতেরে দিনি আমলেরে পাল্লায় সবচয়ে ভারী হবে। কয়ামতেরে দিনি সচ্চরিত্রবান ব্যক্তির আসন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে সবচয়ে বেশি নকিটে হবে।

ইমাম তরিমযি (২০১৮) ‘হাসান’ সনদে জাবরে (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তোমাদের মধ্যে আমার সবচয়ে প্রিয় ও কয়ামতেরে দিনি আমার সবচয়ে কাছে আসন হবে তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সবচয়ে উত্তম চরিত্রেরে অধিকারী” [আলবানী সহহিত তরিমযি গ্রন্থে হাদিসটিকে সহহি বলছেন]

ইমাম বুখারী (৬০৩৫) ও ইমাম মুসলমি (২৩২১) আব্দুল্লাহ বনি আমর (রাঃ) থেকে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম যার চরিত্র সর্বোত্তম”।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন:

এ হাদিসে সচ্চরিত্রেরে প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করা হয়েছে, সচ্চরিত্রবান লোকেরে মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। সচ্চরিত্র আল্লাহর নবী ও আল্লাহর ওলদদেরে বশেষ্ট্য।



হাসান বসরি (রহঃ) বলেন: সচ্চরিত্রের স্বরূপ হচ্ছে- “কল্যাণ করায় এগিয়ে আসা, অনিষ্ট করা থেকে বঁচতে থাকা এবং চহোরা প্ৰসন্ন রাখা।”

কাযী ইয়ায বলেন: “সটো হচ্ছে- মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার দিয়ে মশো, তাদের প্ৰতি মমতা ও দয়া অনুভব করা, তাদেরকে সহ্য করা, ক্షমা করে দেয়া, তাদের থেকে ক্షট পলে সের করা, অহমকিা ও বড়ত্ব পরতিয়াগ করা, রুক্ష, ক্ৰোধপূর্ণ ও প্ৰতশিোধের আচরণ বর্জন করা।[সমাপ্ত]

দুই:

পতিমাতার অবাধ্য হওয়া কবরি গুনাহ। পতিমাতার অবাধ্য সন্তান দুনিয়া ও আখরোতে সফলকাম হয় না। মুসলমি নর-নারীর কর্তব্য হচ্ছে- পতিমাতার প্ৰতি পূর্ণ সদাচরণ করা। সাধ্যে যা ক্షি আছে তা দিয়ে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করার চেষ্টা করা। তাদেরকে ক্షপেয়ে তোলো, তাদের বিরুদ্ধাচরণ করা ও তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করা থেকে বঁচতে থাকা।

আরও দেখুন: [35533](#) নং প্ৰশ্নোত্তর।

তনি:

আখলাককে সুন্দর ও পরশীলতি করা সম্ভব। নমিনবর্গতি মাধ্যমগুলো অবলম্বন করে সটো করা যতে পারে:

সচ্চরিত্রের মর্যাদা জানা এবং দুনিয়া ও আখরোতে এর উত্তম প্ৰতদিন সম্পর্কে অবহতি হওয়া।

অসদাচরণের মন্দ দকিগুলো জানা এবং এর শাস্তি ও কুফল সম্পর্কে অবহতি হওয়া।

সলফে সালহেইন ও নকেকারদের জীবনী ও ঘটনা পড়া।

রাগ থেকে দূরে থাকা, ধৈর্য অর্জন করা, তাড়াহুড়ার বদলে নজিকে ধীরস্থরিতায় অভ্যস্ত করে তোলো।

সচ্চরিত্রবান লোকদের সাথে উঠাবসা করা এবং কু-চরিত্রের অধিকারী লোকদেরকে এড়িয়ে চলা।

সচ্চরিত্র অর্জনে আত্ম-অনুশীলন করা, এটাকে অভ্যাসে পরিণত করা, সচ্চরিত্রের ভান করা ও এক্ষত্রে ধৈর্য ধারণ করা। কবি বলেন: “তুমি বদান্য হতে চেষ্টা কর; যতে করে সুন্দরকে অভ্যাসে নিয়ে আসতে পার। তুমি এমন কোন বদান্য ব্যক্তি পাবে না যে নজিকে বদান্যতায় অভ্যস্ত করেনি।

সর্বশেষে আল্লাহ তাআলার কাছে সচ্চরিত্র চয়ে ও সাহায্য চয়ে দেয়া করার মাধ্যম গ্রহণ করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটা দোয়া ছিল: “হে আল্লাহ আপনি আমার অবয়বকে সুন্দর করছেন; সুতরাং আমার চরিত্রকেও সুন্দর



করুন।”[মুসনাদে আহমাদ (২৪৩৯২), মুসনাদরে মুহাক্ককিগণ হাদসিটকি সহহি বলছেন। আলবানীও ‘সহহুল জামে’ গ্রন্থে (১৩০৭) হাদসিটকি সহহি বলছেন।

যদি কোন বিশেষ প্রকোষপটে কোন মুসলমি দুর্ব্যবহার করে ফলে তৎক্ষণাৎ সবে এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করে, যা নষ্ট করছে সেটো সংশোধন করে নেয় এবং নিজের চরিত্রকে সুন্দর রাখার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে। কোন মুসলমি যখন তার চরিত্রকে সুন্দর করে সেটো আল্লাহর আদেশে পালন, তাঁর সন্তুষ্টি এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণে উদ্দেশ্যেই সুন্দর করে। এক্ষেত্রে অন্য সকল ইবাদতের যবে অবস্থা এটারও সবে অবস্থা। সুতরাং সবে ব্যক্তি মানুষের প্রশংসা পাওয়ার জন্য তার চরিত্রকে সুন্দর করবে না। করলে তে সেটো সচরিত্রের সওয়াবটাকে নষ্ট করে দাবে এবং সবে ব্যক্তি লৌকিকতার শাস্তির উপযুক্ত হবে।

অন্য সকল ইবাদত পালনকালে একজন মুসলমি যভোবে আল্লাহর জন্য একনযিষ্ঠ থাকার চেষ্টা করে ঠিকি সচরিত্রের রক্ষা করার ক্ষেত্রেও তনি সবে চেষ্টা করবনে। সর্বদা তার নিজেরে রাখবনে আল্লাহর নরিদশে, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত-জাহান্নাম এবং এটাও রাখবনে যবে, মানুষ তার কোন উপকার কথিবা ক্ষতি করার সামর্থ্য রাখে না। আখরোতকে স্মরণে রাখা একজন মুসলমিরে আল্লাহর প্রতি একনযিষ্ঠ হওয়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম।

চার:

পতিমাতার প্রতি সদাচারী হতে সহায়ক বিষয়গুলো হচ্ছে:

পতিমাতার অধিকার ও তাদরে মর্যাদা সম্পর্কে অবহতি হওয়া এবং তারা কভিবে সন্তানদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন নিশ্চিতি করতে গিয়ে সকল প্রকার কষ্ট-ক্লেশে সহ্য করে গেছেন সেটো অবগত হওয়া।

পতিমাতার প্রতি সদব্যবহারে উদ্বুদ্ধকারী শরয়ি দলিলগুলো জানা, আবার পতিমাতার অবাধ্য হওয়া থেকে ভীতি প্রদর্শনকারী শরয়ি দলিলগুলোও জানা। এবং দুনিয়া ও আখরোতে এ সদব্যবহারের পুরস্কার সম্পর্কে অবহতি হওয়া।

পতিমাতার প্রতি সদব্যবহার করা নিজেরে সন্তানদের থেকে সদব্যবহার পাওয়ার অন্যতম মাধ্যম। আর পতিমাতার প্রতি দুর্ব্যবহার করা নিজেরে সন্তানদের থেকে দুর্ব্যবহার পাওয়ার অন্যতম কারণ।

সলফে সালহীনদের জীবনী অধ্যয়ন করা এবং তারা কভিবে তাদরে পতিমাতার সাথে সদব্যবহার করতনে তা অবহতি হওয়া।

যসেব বই-পুস্তকে পতি-মাতার প্রতি সদব্যবহার করা ও দুর্ব্যবহার করা সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে সেগুলো অধ্যয়ন করা। অনুরূপভাবে এ বিষয়ক ইসলামী আলোচনাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনান।

উপহার দয়া, সুন্দর কথা বলা, হাসি খুশি চহোরা, অধিক দোয়া করা, সুন্দর প্রশংসা করা ইত্যাদি সদব্যবহার অর্জনের



ক্ষত্রে সৰ্বচেয়ে উত্তম সহায়ক।

আল্লাহই সৰ্বজ্ঞ।